তরুণ-তরুণীদের আড্ডায় ৪৮ ভাগ জুড়ে থাকে শরীর

১০টি প্রশ্নের প্রশ্নমালা নিয়ে ৪৩৮ জন তরুণ-তরুণীর আড্ডার উপর চালানো হয় জরিপ। উত্তরমালার বাইরেও এসেছে মজার মজার মন্তব্য...

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

Men's talk. পুরুষদের অন্তরঙ্গ আলোচনা। মানেই যেন নারী বিষয়ের আধিক্য। এখানে মেয়েদের প্রবেশ তো নিষিদ্ধই, শোনাও ঠিক নয়। এতোটা অশ্লীল কথা ওদের জানা ঠিক নয়, কম-বেশি প্রত্যেক পুরুষের মনোভাব এ রকম।

পুরুষদের ধারণা বন্ধুদের মধ্যকার আড্ডায় তারা যেমন মেয়েদের শরীর নিয়ে অবলীলায় আদি রসাত্মক আলোচনা করে, মেয়েরা নিশ্চয়ই ছেলেদের শরীর নিয়ে এতোটা খোলামেলা আলোচনা করে না।

কিন্তু আসলেই কি তাই? সত্যিই কি মেয়েদের সব আড্ডায় শপিং, রূপচর্চা, পরিবারের প্রাধান্য থাকে? বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শারীরিক আকর্ষণবোধ কি অন্যান্য বান্ধবীদের মধ্যে তারা ছড়িয়ে দেয় না? একজন বঙ্গললনার জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আড্ডাও কি রস-কষহীন, নিরামিষের মতো?

উত্তর জানার আগে আসুন একটি কৌতুক শুনি।

তিনজন জেলের একটি মাত্র নৌকা। জালও তাদের একটি। মাছ যা পায়, তাতে সমান অংশ থাকে তিনজনের। একদিনের কথা। সমুদ্রে জাল ফেললো তারা। যথাসময়ে জাল টেনে ওঠানোর পর দেখা গেলো জালে ধরা পড়েছে এক মৎস্যকুমারী। সে তিনজন জেলের কাছে কাকুতি-মিনতি করলো, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। বিনিময়ে আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি করে বর দেব।' জেলে তিনজন মহাখুশি হয়ে এ প্রস্তাবে রাজি

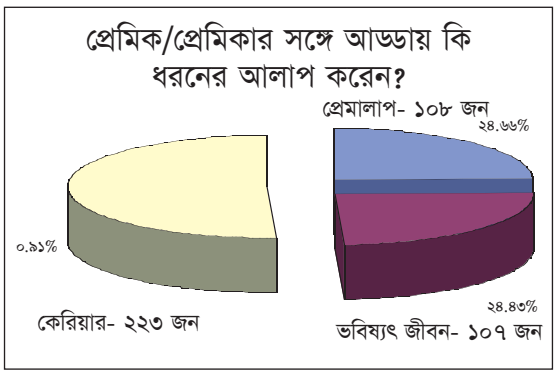

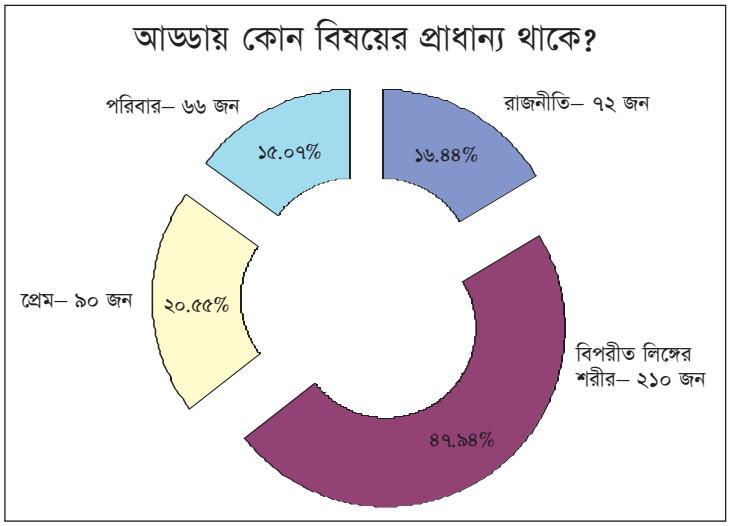

হলো।

প্রথম জেলের কাছে মৎস্যকুমারী জানতে চাইলো, 'বল তুমি কি বর চাও?' সে বললো, 'আমার যে বুদ্ধি আছে, সেটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও।' মৎস্যকুমারীর উত্তর, 'তথাস্তু'। এবার দ্বিতীয় জেলের পালা। সে তার বুদ্ধি ৫ গুণ বাড়িয়ে দেবার আবদার জানালো। এবারও একই উত্তর 'তথাস্তু'। শেষ জেলে ভাবলো, আমি কেন বুদ্ধিতে ওদের থেকে পিছিয়ে থাকবো? মৎস্যকুমারীকে সে বললো, 'আমার বুদ্ধি ১০ গুণ বাড়িয়ে দাও।' এবার বেঁকে বসলো মৎস্যকুমারী। সে বললো, 'তুমি আমাকে নতুন জীবন দিচ্ছো। আমি তোমার এতো বড় অপকার করতে পারবো না।' তৃতীয় জেলে তো মহাক্রুদ্ধ। সে বললো, 'কিন্তু তুমি তো অন্য দু'জেলের বুদ্ধি বাড়িয়ে দিয়েছো।' মৎস্যকুমারীর প্রত্যুত্তর, 'ওদের বাড়িয়েছি দ্বিগুণ আর ৫ গুণ, তাই ক্ষতি হয়নি। তোমার বুদ্ধি যদি ১০ গুণ বাড়াই, তাহলে তুমি আর ছেলে থাকবে না। মেয়েতে রূপান্তরিত হবে।'

কি, বুঝলেন কিছু? মৎস্যকুমারীর সূত্রানুযায়ী এ লেখাটি যারা পড়ছেন, সেসব পাঠকদের চেয়ে পাঠিকাদের বুদ্ধি অন্তত ১০ গুণ বেশি। তাই আপনারা ছেলেরা ভাববেন যে, তাদের (মেয়েদের) আড্ডার বিষয়বস্তু নিরামিষের মতো স্বাদহীন, সেটা তো হতে পারে না। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের আড্ডা বার্গার কিং-এর বার্গার কিংবা পিজা হাট-এর পিজার মতো স্বাদযুক্ত, রসালো। এবং অনেক সময় ঝাঁঝালোও বটে। একদল মেয়ের প্রাণবন্ত আড্ডার আলোচনা আড়ি পেতে শুনলে যে কোনো ছেলের কান গরম হতে বাধ্য। কানের রঙের পরিবর্তনও (ফর্সা কান লাল, কালচে বেগুনি) বিচিত্র নয়। আড্ডা বিষয়ক জরিপ পরিচালনা করতে তরুণীদের কাছে গিয়ে আমাদের সে রকমই মনে হয়েছে।

'বাঙালির মতো অলস, অকর্মণ্য, উদ্যমহীন জাতি পৃথিবীতে আর নেই। একটি বিষয়েই তাদের ক্লান্তি নেই- আড্ডা।' আমরা সবাই এটা মেনে নেই। যদিও আমরা সবাই পৃথিবীর সব জাতি সম্পর্কে সব কিছু জানি না। কিন্তু একটি বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই জানি- আড্ডা মারতে আমরা পছন্দ করি। দুর্দান্তভাবেই করি। নাওয়া-খাওয়া-কাজকর্ম বাদ দিয়ে সব সময় আড্ডা মারতেও আমাদের আপত্তি নেই। সে জন্যই সবাই উপরের কথাটি মেনে নিয়েছি।

সবচেয়ে বেশি আড্ডা মারে কোন বয়সের মানুষ? নিঃসন্দেহে তরুণ-তরুণীরা। তাদের চেয়ে কম বয়সীদের আড্ডায় বড়রা বাধা দেয়। আর বেশি বয়সীরা জীবন সংগ্রামে এমনভাবে লিপ্ত থাকে যে, আড্ডা মারার সুযোগ তাদের খুব একটা থাকে না। সে কারণেই সাপ্তাহিক ২০০০ আড্ডার জরিপে বেছে নিয়েছে শুধু তরুণ-তরুণীদের। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২০ থেকে ২৭ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের কাছে আড্ডা বিষয়ক ১০টি প্রশ্ন নিয়ে এ জরিপ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। প্রশ্নপত্রের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকে দ্বিধা করায় আমরা ততোটা বৃহৎ পরিসরে জরিপটি করতে পারিনি। শুধু পরিচিত গন্ডির ভেতর ৪৩৮ জন তরুণ-তরুণীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ জরিপ করা হয় যেন একটি মোটামুটি সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ২৩৪ জন ছেলে এবং ২০৪ জন মেয়ে।

জরিপের প্রথম প্রশ্নটি আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। সেই উপলব্ধি এসেছে জরিপের উত্তরমালা দেখার পর। 'আড্ডার প্রয়োজনীয়তা আছে?' এ প্রশ্নে 'না'-এর ঘরে একটি টিক চিহ্নও পড়েনি। ৪৩৮টি উত্তরমালার একটিতেও না। এখানেই 'বাঙালি জাতি বিষয়ক তত্ত্বে'র সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। কোনোদিন পরীক্ষায় সেকেন্ড না হওয়া শিখা কিংবা সপ্তাহে ২/১ দিন ক্লাস করা জহির, উড়নচন্ডী মশিউর কিংবা পরিবারঅন্তঃপ্রাণ রাবেয়া কেউই আড্ডার প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করেনি। 'প্রশ্নই ওঠে না'– আড্ডা অপ্রয়োজনীয় কিনা এ প্রশ্নের জবাব বেশির ভাগই এভাবেই দিয়েছে।

কিন্তু এই যে সবার এতো আড্ডাপ্রীতি, সেটা কেন? কেন সবাই আড্ডা মারে? ১৩.৪৭% তরুণ-তরুণী বলেছে যে, তারা জ্ঞান আহরণের জন্য আড্ডা মারে। 'আড্ডায় বিভিন্ন মানসিকতার ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন আইডিয়া শেয়ার করা যায়। এতে নিজেদের জ্ঞানের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়।' লায়লার এ রকম উত্তরের কাউন্টার রয়েছে রাতুলের কাছে- 'এটা কি কোনো কথা হলো? আড্ডা মেরে জ্ঞান আহরণ, হাহ্? জ্ঞানের এতো পিপাসা থাকলে বই পড়লেই হয়।'

: তাহলে আপনি আড্ডা মারেন কেন?

- সহজ উত্তর। সময় কাটানো। কারো কারো ক্ষেত্রে আবার বিনোদনের একটি উপায়। কিন্তু যারা জ্ঞানের কথা বলে, তারা ইন্টেলেকচুয়াল ভাব ধরতে চায়।

রাতুলের মতামতের অনুসারীদের সংখ্যাই অধিক। ৩৬.৩০% আড্ডা মারে বিনোদনের জন্য। বাকি ৫০.২৩% তরুণ-তরুণীর মনে হয় কোনো কাজ নেই। সময় কাটানোর জন্য তারা আড্ডা মারে।

এখানেই চলে আসে সময়ের ব্যাপার। দৈনিক গড়ে কতটুকু সময় তারা আড্ডা মারে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, ৫৭.৫৩% উত্তরদাতার দৈনিক গড় আড্ডার সময়সীমা ৪ ঘন্টার উপরে। ফয়সাল, জয়ন্তী, কবিরের মতো কারো কারো জন্য সময়সীমা ৭/৮ ঘন্টাও হয়ে যায়। অথচ এরা সবাই ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পড়াশোনা সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকে তারা আড্ডা হিসেবে গণ্য করতে রাজি নয়। তাহলে আড্ডা মারার জন্য এতোটা সময় কোথায়

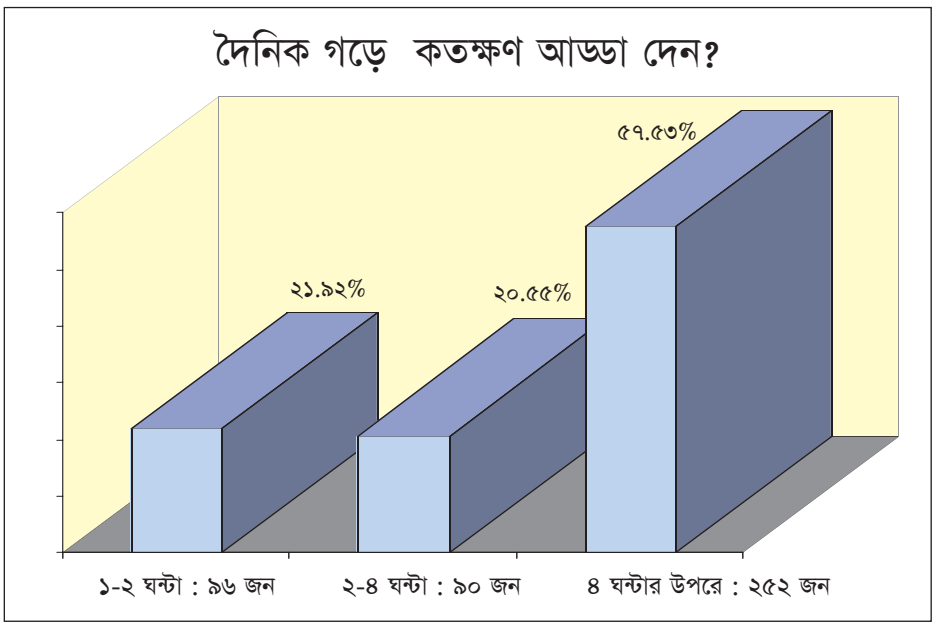

পায়? আসুন, আরেকটি গল্প শুনি।

দু'গাঁজাখোর বন্ধুর আলাপচারিতা। একজন বহুদিন ধরেই এ জগতের বাসিন্দা। এ রঙিন ভুবনে অন্য জনের অভিষেক হয়েছে অল্প ক'দিন। প্রবীণজন, নবীনজনকে জিজ্ঞেস করলেন-

- কি রে, তুই নাকি গাঁজা খাওয়া ধরেছিস?

: এই আর কি... (কান চুলকে)

- এখন তুই গাঁজা খাস, কয়েকদিন পর গাঁজা তোকে খাবে। ছেড়ে দে। এই নেশা ছেড়ে দে।

: দেব আর কি.... (মাথা চুলকে)

- বললি তো ছাড়বি। কিন্তু আসলে তো ছাড়বি না। তোকে গাঁজা ছাড়ার একটা বুদ্ধি শেখাই।

: বুদ্ধিটা কি রকম?

- সব সময় গাঁজা খাবি না। Occasion-এ খাবি।

: Occasion বোলে তো? (জনপ্রিয় হিন্দি সিনেমা মুন্না ভাই এমবিবিএস স্টাইল)

- এই যেমন ধর সকালে ঘুম থেকে উঠে ১ স্টিক খাবি। সারা দিন আর গাঁজা ধরবি না। বিকেলে বা সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বের হলে ২/১ স্টিক খেতে পারিস্। আর খাবি না। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আবার ১ স্টিক মেরে ঘুম দিস। এই ৩/৪ Occasion-এর বাইরে কলকিতে টান দিবি না।

এ দেশের তরুণ প্রজন্মের মনে হয় এ রকম Occasion প্রীতি আছে। যে কারণে দিনে ৪ ঘন্টার ওপর নির্ভেজাল আড্ডা দেয়া তাদের কাছে কোনো ঘটনাই না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজীবের ভাষ্য এরকম- 'ধরুন, ক্যাম্পাসে চলে আসি ক্লাস শুরুর ১ ঘন্টা আগে। আড্ডা মারি। ক্লাস শেষে দু' থেকে আড়াই ঘন্টার আড্ডা তো ধরাবাঁধা। সন্ধ্যার পর এলাকায় ফিরে স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আড্ডা মারতে হয় না? সব মিলিয়ে ডেইলি ৫/৬ ঘন্টার আড্ডা তো কোনো ঘটনাই না।' এভাবেই ৩/৪ Occasion-এ রাজীবদের আড্ডা চলে দিনভর। এবং সন্ধ্যাভরও।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৩৮ জনের ভেতর ২৫২ জনের অবস্থাই এমন। তাদের আড্ডার সময়সীমা দৈনিক গড়ে ৪ ঘন্টার ওপরে। শতকরা হিসেবে ৫৭.৫৩ ভাগ এ দলে। ছেলে-মেয়ে আলাদা হিসাব করা যায় এভাবে– ২৩৮ জন ছেলের ভেতর ১৪৪ জন (৬১.৫৪%) এবং ২০৪ জন মেয়ের মধ্যে ১০৮ জন (৫২.৯৪%)। মেয়েদের ক্ষেত্রে শতকরা হিসাবটি কম। কারণ মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোনোর স্কোপ সীমিত।

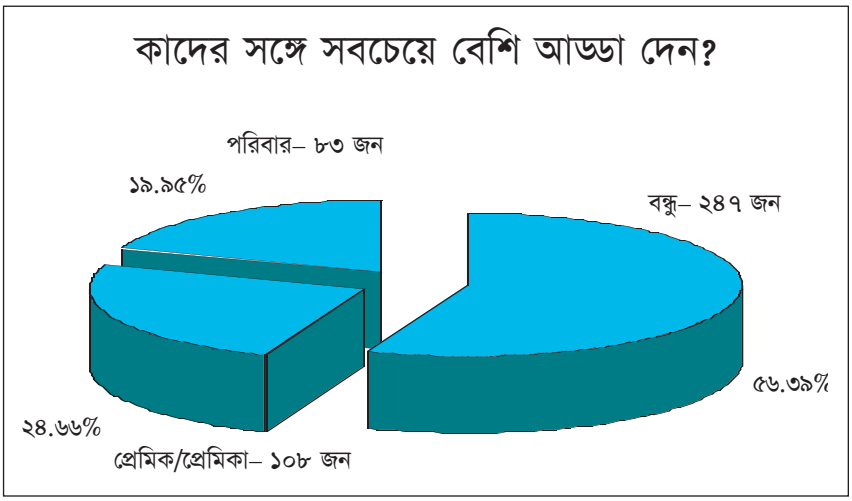

ছেলেদের আড্ডাস্থল ইউনিভার্সিটি ও এলাকার চায়ের দোকান। আর মেয়েরা আড্ডা মারে নিজেদের বা বান্ধবীদের বাসায়। আর ভার্সিটি তো রয়েছেই।

এছাড়া দৈনিক গড়ে ২-৪ ঘন্টা আড্ডা মারে ৯০ জন (২০.৫৫%)। গড়ে ২ ঘন্টার কম আড্ডা মারা তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা ৯৬ জন। শতকরা হিসাবে ২১.৯২% রয়েছে এ দলে। জরিপের ৫৭.৫৩% তরুণ-তরুণীদের (যারা গড়ে ৪ ঘন্টার ওপর আড্ডা মারে) অবস্থা হয়েছে '৯০-এর দশকের শুরুর এলআরবি ব্যান্ডের তুমুল জনপ্রিয় সেই গানটির মতো-

'তিন বেলা আড্ডা
বাড়ি ফিরি রাত ১২টা
লেখাপড়া বাদ দিয়ে,
হয়ে গেছি ভবঘুরে।
লোকে বলে গেছি গোল্লায়।'

এসব তরুণ-তরুণী অবশ্য লেখাপড়া বাদ দেয়নি। কিন্তু তিন বেলা আড্ডা তাদের চলছেই। কিন্তু আড্ডার পার্টনার কারা? কাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে? ৫৬.৩৯% জানিয়েছে বন্ধুরাই তাদের আড্ডার সহকারী নিয়ামক। প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডা দেয় ২৪.৬৬%। পরিবারের সঙ্গে ১৯.৯৫%। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সাবিরের মতামত, 'বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়া আবার আড্ডা হয় নাকি? প্রেমিকার সঙ্গে তো প্রেম করি। পরিবারের সঙ্গে Family talk, সেটা তো আর আড্ডা না।' জোরালো গলায় ভিন্নমত পোষণ করেন তারই সহপাঠিনী সুইটি- 'বর্তমানে আমার সবচেয়ে পছন্দের মানুষ শিবলি, আমার প্রেমিক। তার সঙ্গে সারা দিন গল্প করতে আমি এতোটুকু বোর ফিল করি না। এই যে গল্পগুজব করি, প্রেম করি এটা কি আড্ডা না?' প্রশ্নটা আমাদের নয়, ৫৬.৩৯%কে (যারা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বিশ্বাসী) করা। নিরুত্তর হয়ে আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে।

ভার্সিটিতে একজন মুড়িওয়ালা আছে আমার পরিচিত। সে প্রায়ই দুঃখ করে বলে, 'মামা, আপনাদের সেই বড় গ্রুপটারে আর একলগে দেহি না।' তার দুঃখ হয়তো এ কারণে যে সেই ২০/২২ জনের গ্রুপকে একবারে মুড়ি খাওয়াতে পারে না। সেটা হলে তার অনেক লাভ হতো। কিন্তু আমাদের দুঃখও কম নয়। ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়া বন্ধু রানা যেমন মাঝে মাঝেই বলে, 'আমরা 1st year-এ থাকতে ২০/২২ জন একসঙ্গে বটতলায় বসে আড্ডা দিতাম। হৈ চৈ, মারামারি....। বড় সুখের ছিলো সেই দিনগুলো। আজ সময়ের ব্যবধানে আমরা সবাই কতো দূরে ছিটকে গেছি।' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রানার বুক চিরে। সত্যিই তো বহু জনের সেই আড্ডা কতো মধুরই না ছিলো? এখানেই প্রশ্ন জাগে, ফলপ্রসূ আড্ডার জন্য কতোজন প্রয়োজন?

১০.৯৬% তরুণ-তরুণী মনে করে দু'জনের আড্ডা সবচেয়ে ফলপ্রসূ। এদের বেশির ভাগই প্রেম করে। প্রেমিক/প্রেমিকার সান্নিধ্য তাদের কাছে সবচেয়ে কাম্য। আর সান্নিধ্য মানেই তো আড্ডা।

৩-৫ জনের আড্ডার আনন্দ সবচেয়ে বেশি। ২২৮ জন এই মতানুসারী। শতকরা হিসাবে তারা ৫২.০৫ ভাগ। আলাদাভাবে ৫৩.৮৫% ছেলে এবং ৫০% মেয়ে এ দলে। 'একসঙ্গে অনেকে থাকলে আর দলগত আড্ডা হয় না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে আড্ডা মারে সবাই। সে কারণে সবার সঙ্গে কমিউনিকেট করা যায় না। ৩-৫ জনের আড্ডা এ জন্যই বেস্ট-' শফিকের ব্যাখ্যা।

তবে ৫ জনের বেশি হলে আড্ডা চমৎকার হয়- ১৬২ জনের মতামত এ রকম। ৩৬.৯৯% এই মতানুসারী। ভার্সিটির প্রথম

বর্ষের আড্ডা হয় এমন। ৫ জনের বেশি। কখনো কখনো ১৫-২০ জন। 'আবার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যখন গেট টুগেদার হয়, সেটাও এ রকম। অসাধারণ স্মৃতি। ভোলার মতো নয়। কিন্তু সেটা তো আর প্রতিদিন ঘটে না। বছরে, দু'বছরে একবার। রোজ দিনের আড্ডার জন্য ৩-৫ জনই পারফেক্ট-' শিরিনের ব্যাখ্যা।

এতোটুকু পর্যন্ত সব ঠিক ছিলো। জড়তাহীনভাবেই সবাই টিক চিহ্ন দিয়ে গেছে। পরবর্তী প্রশ্নে মেয়েদের ভেতর দেখা দিলো দ্বিধা। আবার এখানেই ছেলেদের যাবতীয় উচ্ছ্বাস। প্রশ্নটি ছিলো আড্ডার বিষয়বস্তুতে কোন বিষয়ের প্রাধান্য থাকে? অপশন চারটি ১. রাজনীতি ২. প্রেম ৩. পরিবার ৪. নারী-পুরুষের শরীর। অর্ধেকের বেশি ছেলে দ্বিধাহীনচিত্তে শেষ ঘরটিতে টিক চিহ্ন দিয়েছে। 'আবার জিগায়? আর কোনো অপশন আছে নাকি? মাইয়াগো শইল ছাড়া আর কি নিয়া আলাপ করমু?'- জাফরের কথায় প্রতিধ্বনি পাই বেশির ভাগের। সমর্থন জানায় তারা। ৫৬.৪১% ছেলের আড্ডার মূল বিষয়বস্তু নারীদের শরীর। কিন্তু মেয়েরা এখানে দ্বিধাগ্রস্ত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাবির একজন ছাত্রী বলেন, 'আমাদের আড্ডার বিষয়বস্তু যে এর চেয়ে খুব একটা ভিন্ন, সেটা নয়। আমরাও ছেলেদের নিয়ে আলাপ করি। কিন্তু সেটা প্রকাশে ততোটা সাহসী নই।' আশ্বাস দেয়া হলো প্রত্যেককে। আর যেহেতু পরিচিত সার্কেলে জরিপ করা হয়েছে, সে কারণে তারা উত্তর দেবার ক্ষেত্রে ছিলো যথেষ্ট সৎ। ৩৮.২৪% মেয়ে বলেছে তাদের আড্ডার মূল বিষয়বস্তু ছেলেদের শরীর। তবে ২০৪ জন মেয়ের সবাই যদি পুরোপুরি সৎ থাকতো তাহলে এই শতকরা হার আরো বাড়তো। এমন অভিমত স্বয়ং অনেক মেয়ের। তবু তরুণ-তরুণী মিলিয়ে ৪৭.৯৪% রয়েছে এ দলে। শতকরা হিসাবটা নিতান্তই কম নয়।

এছাড়া আড্ডায় বন্ধুদের এবং নিজেদের প্রেম নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করে ২০.৫৫%। রাজনীতি ও পরিবারের আলোচনা আসে শতকরা ১৬.৪৪ ও ১৫.০৭ ভাগের আড্ডায়।

বোঝা গেল, আমাদের তরুণ-তরুণীদের আড্ডায় বিপরীতলিঙ্গের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু কতটুকু থাকে? ৪৪.০২% ছেলে বলেছে, তাদের আড্ডার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অংশ জুড়ে থাকে মেয়ে। ১৪.৫৩%, ৩১.৬২% ও ৯.৮৩% ছেলের আড্ডায় যথাক্রমে ৬১-৮০%, ৩১-৬০% ও ১-৩০% অংশ জুড়ে থাকে মেয়ে। অন্যদিকে ৩২.৮৪% মেয়ে বলেছে, তাদের আড্ডার শতকরা ৮০ ভাগের বেশি অংশ জুড়ে ছেলেদের আলোচনার প্রাধান্য থাকে। ২৮.৯২%, ১৬.১৮% ও ২২.০৬% মেয়ের আড্ডার যথাক্রমে ১-৩০%, ৩১-৬০% ও ৬১-৮০% অংশ জুড়ে থাকে ছেলে।

আমাদের সমাজকে আমরা যতোটা রক্ষণশীল ভাবি, আসলে ততোটা নয়। যে কারণে প্রাপ্তবয়স্ক দু'জন ছেলে-মেয়ে তাদের ইচ্ছামতো কোনো কিছু করতে পারে না। প্রেম করতে পারে না অভিভাবকের বকুনির ভয়ে। ডেটিং-এর জন্য জায়গা পায় না। কোথাও নিজের প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে দু'দন্ড শান্তিমতো কথা বলার উপায় নেই। পার্কে ঘোরা যায় না। সেখানে পুলিশ, মাস্তানের উপদ্রব। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের পরস্পরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণবোধ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অথচ ছেলে-মেয়ের বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক এ সমাজ অনুমোদন করে না। ডেটিং-এর জন্য সবাই খোঁজে লিটনের ফ্ল্যাট (বাংলা চলচ্চিত্র 'ব্যাচেলর'-এর মতো)। সবাই তো আর সেরকম ফ্ল্যাট পায় না। কিন্তু উত্তেজনার তো প্রশমন চাই। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বিপরীত লিঙ্গের শরীর নিয়ে আলোচনা করে তারা সেই উত্তেজনা দমন করে হয়তো।

আড্ডায় তারা পরস্পর সম্পর্কে কি রকম আলাপ করে? আলোচনায় প্রাধান্য থাকে কি প্রেম নাকি আদি রসাত্মক আলাপের? ৬৪.৫৩% ছেলে বলেছে আদি রসাত্মক আলাপের প্রাধান্য থাকে। 'কিছু তো করতে পারি না। তাই আড্ডায় মনের অর্গল খুলে আলাপ করি। আর এ বয়সের আড্ডায় যদি আদি রসাত্মক আলাপ না করি, তাহলে কি বুড়ো বয়সে করবো?'- ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া হাদি'র মন্তব্য। ৩৫.৪৭% ছেলের আড্ডায় প্রাধান্য থাকে প্লেটনিক প্রেমের।

মেয়েরা ছেলেদের মতো ততোটা সরাসরি বলতে পারে না। তবু ৪৬.৫৭% মেয়ে বলেছে, তাদের আড্ডায় আদি রসাত্মক আলাপের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু কি আলাপ করে তারা? 'সেটা তো বলা যাবে না। শুধু এটুকু শুনে রাখুন আমাদের আলাপ শুনলে ছেলেদের যে কান গরম হয়ে যাবে, তাতে কোনো ভুল নেই।' অবশ্য ৫৩.৪৩% মেয়ে আদি রসাত্মক আলাপের কথা অস্বীকার করেছে। তাদের আলোচনা থাকে প্লেটনিক প্রেমকে ঘিরে। তরুণ-তরুণী মিলিয়ে মোটের হিসাবে ৫৬.১৬% ছেলে-মেয়ের আড্ডায় আদি রসাত্মক আলাপের প্রাধান্য থাকে। আর ৪৩.৮৪% -র আড্ডা হয় প্রেম সম্পর্কিত আলোচনার।

'ছেলে-মেয়ে একত্রিত হয়ে যে আড্ডা মারি, সেখানে আদি রসাত্মক আলাপ প্রায় থাকেই না। কিন্তু যখন শুধু বান্ধবীরা থাকি, তখন জোশ্ আলাপ হয়।' শম্পার এই 'জোশ্' যে 'আদি রসাত্মক'-এর সমার্থক সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

দলগত আড্ডায় নিজস্ব প্রেমিক-প্রেমিকাকে রাখতে শতকরা কতোজন আগ্রহী? এমন প্রশ্নে ৬২.৭৯%ই বলেছেন তারা আগ্রহী না। - 'সব সময় টেনশনে থাকি। কখন মুখ ফুটে কি বলে ফেলি। ও যদি তাতে মাইন্ড করে। সে জন্যই দলগত

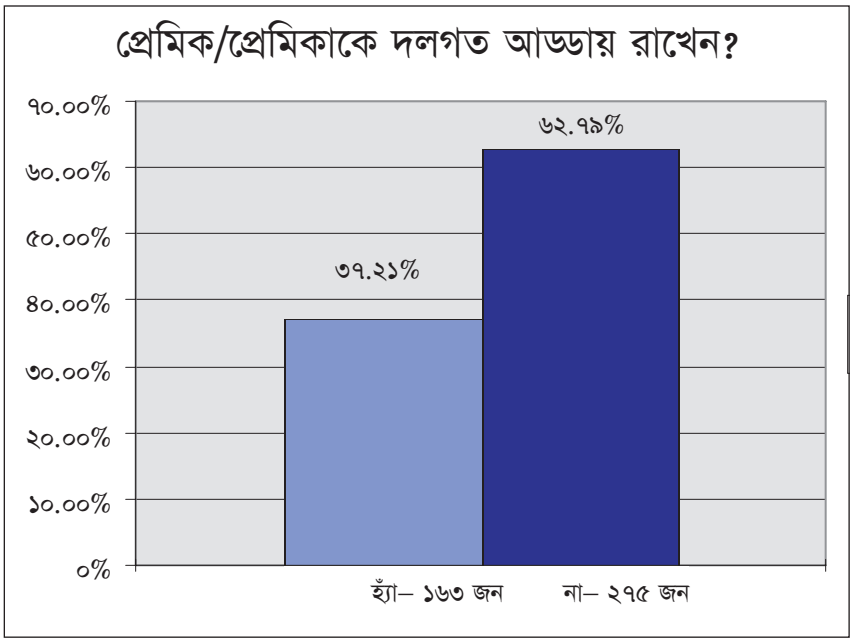

আড্ডায় ও না থাকলেই ভালো।' এই 'ও' যে 'প্রেমিকা' সেটা বোঝা যায়। জনির এই কথায় পাল্টা প্রশ্ন করি- 'প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া উচিত পুরোপুরি স্বচ্ছ। আপনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় এক রকম আচরণ করবেন, আর সেখানে প্রেমিকা থাকলে অন্যরকম আচরণ করবেন, সেটা কি ঠিক? এটা কি প্রেমিকার সঙ্গে প্রতারণা নয়।'

: এভাবে দেখছেন কেন? বন্ধুদের সঙ্গে যেসব বিষয় নিয়ে আলাপ করা যায়, প্রেমিকাদের সঙ্গে তো আর সেসব যায় না।

৩৭.২১% অবশ্য দলগত আড্ডায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের রাখায় কোনো আপত্তি দেখছেন না।

শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা যখন থাকেন, অর্থাৎ ২ জনের আড্ডার আলোচনায় কি বিষয়ের প্রাধান্য থাকে? এ প্রশ্নের জবাবে ৫০.৯১% বলেছেন আলোচনা করেন কেরিয়ার নিয়ে। বর্তমান প্রজন্ম যে অনেক বেশি বাস্তববাদী, এ থেকে সেটিই প্রমাণিত হয়। 'প্রেম শুরুর প্রথম বছরটিই হানিমুন পিরিয়ড। সে সময়ই যা প্রেম থাকে। এর পরপরই শুরু হয় ঘ্যান ঘ্যান। শুরু হয় কেরিয়ার নিয়ে চিন্তাভাবনা।

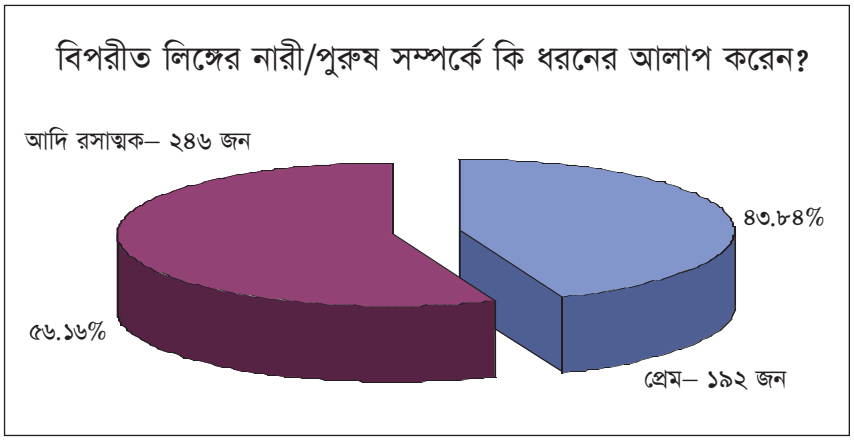

প্রেম আর তখন থাকে না। থাকে শুধু দায়বদ্ধতা।' হাসানের কথা নিয়ে দ্বিমতের খুব একটা জায়গা নেই। এই দায়বদ্ধতা যারা বয়ে বেড়ায় তাদেরই শুধু প্রেম টিকে থাকে। যারা বয়ে বেড়াতে পারে না, তাদেরই প্রেম টিকে না।

ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি কেরিয়ার সচেতন। জরিপের ফলাফল সেটাই বলে। ৫৩.৪৩% মেয়ে, প্রেমিকাদের সঙ্গে আড্ডায় কেরিয়ারকে প্রাধান্য দেয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে হিসাবটা ৪৮.৭২%। এছাড়া ২৪.৪৩% তরুণ-তরুণী প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে আড্ডায় ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। 'এতো কিছু বুঝি না। ওর সঙ্গে আড্ডায় শুধু প্রেমই করি। আর কিছু না।' -ঢা. বি-র ছাত্র খলিলের এই মতানুসারী ১০৮ জন। অর্থাৎ ২৪.৬৬%।